পালিয়ে আসা দুই পড়ুয়াকে উদ্ধার করল আরপিএফ

আসানসোল, ১৫ মে ঃ স্কুলে পরীক্ষার রেজাল্ট খারাপ হওয়ায় বাবা ও মায়ের বকুনির ভয়ে বাড়ি থেকে কলকাতায় পালিয়ে এসেছিল দুই নাবালিকা। তারা কলকাতার বেহালার বাসিন্দা। এই দুই স্কুল পড়ুয়া নাবালিকাকে মঙ্গলবার সকালে আসানসোল স্টেশনের ৭ নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে উদ্ধার করল আরপিএফ। দুই নাবালিকা তাদের বাঁহাতের কব্জির শিরা কেটে আত্মহত্যার চেষ্টাও করেছিল। আরপিএফ তাদের উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য আসানসোলের ডিভিশনাল রেল হাসপাতালে নিয়ে যায়। পরে তাদের কাছ থেকে বাড়ির ঠিকানা জেনে, আরপিএফ বাড়ির লোকেদের ডেকে দুই নাবালিকাকে তাদের অভিভাবকদের হাতে তুলে দেয়। দুই নাবালিকার নাম রিঙ্কি যাদব ও শ্বেতা দাস। দুজনের বাড়ি কলকাতার বেহালায়।

তারা জানিয়েছে, স্কুলে খারাপ ফলাফলের জন্য বাড়ি থেকে পালিয়ে আসানসোল পৌঁছায়। বাবা-মা যাতে ভয় পায় তার জন্য তারা তাদের বাঁহাতে কব্জির শিরা কাটার চেষ্টা করেছে। তারা জানিয়েছে, স্কুলে খারাপ ফলাফলের জন্য বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছে। তারা হাওড়া থেকে ট্রেনে চাপে এবং সকালে আসানসোল পৌঁছায়। বাবা-মা যাতে ভয় পায় তারজন্য তারা তাদের বাঁহাতের কব্জির শিরা কাটার চেষ্টা করেছে।

দেনা শোধ করতে না পেরে আত্মঘাতী

বর্ধমান, ১৫ মে ঃ দেনা শোধ করতে না পেরে আত্মঘাতী হলেন এক কৃষিজীবী । মৃত ব্যক্তির নাম আশিস মণ্ডল (৬০)। তাঁর বাড়ি পূর্ব বর্ধমানের মেমারির পালসিট গ্রামে। সোমবার বিকালে বাড়িতে তাঁকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পান পরিবারের লোকজন । তাঁকে উদ্ধার করে বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন । আশিসবাবুর ছেলে দিব্যেন্দু মণ্ডল জানিয়েছেন, পারিবারিক কারণে তিনি বেশ কিছু টাকা দেনা করেছিলেন । সম্পত্তি বিক্রি করে সেই দেনা শোধ করবেন বলে ঠিক করেছিলেন । কিন্তু সম্পত্তি বিক্রি করতে না পারায় দেনা শোধ করতে পারছিলেন না । পাওনাদাররা চাপ বাড়াচ্ছিল ।এসবের কারণে তাঁর বাবা আত্মঘাতী হয়েছেন। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

কারখানার উদ্‌বোধন

হলদিয়া, ১৫ মে ঃ হলদিয়া-মেচেদা ৪১ নম্বর জাতীয় সড়কের ধারে তালপুকুরে মঙ্গলবার একটি ভোজ্যতেল কারখানার উদ্‌বোধন হয়। রাজ্যের পরিবহণমন্ত্রী তথা হলদিয়া উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান শুভেন্দু অধিকারী কারখানার উদ্‌বোধন করেন। এদিন শুভেন্দুবাবু ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সংস্থার অন্যতম কর্মকর্তা ধর্মেন্দ্ররাজ পুতবলবন্দ সিং, হলদিয়া পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান শুধাংশুশেখর মণ্ডল সহ অন্যরা। সংস্থাটি প্রাথমিকভাবে ৫০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করে প্রতিদিন ৫০০ টন ভোজ্যতেল প্যাকেজিং করে বাজারে রপ্তানি করবে। পরবর্তী সময়ে প্রতিদিন ১৫০ থেকে ২০০ টন ভোজ্যতেল প্যাকেজিং-এর লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। শুভেন্দুবাবু বলেন, কারখানার উৎপাদন শুরু হলে এলাকার বহু মানুষের কর্মসংস্থান হবে।

যুবকের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

আসানসোল, ১৫ মে ঃ আসানসোল উত্তর থানার কন্যাপুরের একটি কারখানার ভেতর থেকে সোমবার এক যুবকের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হওয়াকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়ায়। কোচবিহারের বাসিন্দা মৃত যুবকের নাম প্রসেন রাম সিং(২৫)। পুলিশ জানিয়েছে, প্রসেন রাম সিং আসানসোলের কন্যাপুরে একটি কারখানায় কাজ করত। কারখানার ভেতরে স্টাফ আবাসনে থাকত। সে রবিবার রাতে নিজের ঘরে শুয়ে পড়ে। সোমবার সকাল হওয়ার পরেও, ঘুম থেকে উঠে না আসায় অন্যদের সন্দেহ হয়। তারা ডাকাডাকি করে ঘরের ভেতর থেকে সাড়া না পেয়ে দরজা ভাঙে। তখনই গলায় দড়ি দিয়ে প্রসেনকে ঝুলতে দেখে। পুলিশ এসে মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য আসানসোল জেলা হাসপাতালে নিয়ে যায়। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, কোনো কারণে মানসিক অবসাদ থেকেই ওই যুবক গলায় দড়ি দিয়ে আত্মঘাতী হয়েছে।

আত্মঘাতী তরুণী

বর্ধমান, ১৫ মে ঃ বিয়ে ভেঙে যাওয়ায় বিষ খেয়ে আত্মঘাতী হল এক তরুণী । মৃতার নাম পারুল খাতুন (১৭)। বর্ধমানের মালকিতার বালিশা পীড়তলা এলাকায় তরুণীর বাড়ি। গত ১২ মে বাড়িতে রাখা ইঁদুর মারার বিষ তরুণী খেয়ে নেয়। ওই দিনই পরিবারের লোকজন তাঁকে ভরতি করে বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। মঙ্গলবার সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। মৃতার কাকা গোলাম নবি শেখ জানিয়েছেন , মেমারির সাতগেছিয়ার ঝিকড়া গ্রামের এক যুবকের সঙ্গে পারুলের বিয়ের ঠিক হয়েছিল। মেয়ের বাড়িতেও ওই যুবকের যাতায়াত ছিল। কয়েকদিন আগে যুবক জিনিয়ে দেয় সে পারুলকে বিয়ে করবে না। বিয়ে ভেঙে যায়। গোলাম নবি শেখ বলেন , সম্ভবত এই ঘটনা মেনে নিতে না পেরে পারুল বিষ খেয়ে আত্মঘাতী হয়েছে । পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

কাজে যাওয়ার ব্যস্ততা। শান্তিনিকেতনের সোনাঝুরির বনেরপুকুরডাঙ্গায় ইন্দ্রজিৎ রায়ের তোলা ছবি।

উন্নয়নমূলক কাজে স্বচ্ছতা আনতে নতুন সফটওয়্যার

কলকাতা, ১৫ মে ঃ দপ্তরওয়ারি চলতি আর্থিক বছরের সব নয়া প্রকল্পকে এক ছাতার তলায় আনতে 'কমন সফটওয়্যার' বানাচ্ছে রাজ্য সরকার। স্বচ্ছতা রাখতেই এই ব্যবস্থা। দেখভালের দায়িত্ব থাকছে অর্থ দপ্তরের উপর। একঝলকে সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের এই আর্থিক বছরের সব প্রকল্পের উপর চোখ বুলিয়ে নেওয়া যাবে। কমন সফটওয়্যার তৈরি করতে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে আগামী সোমবার সব দপ্তরকে নিয়ে নবান্নে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক হতে চলেছে।

এই মর্মে সব দপ্তরকে চিঠি পাঠিয়েছে অর্থ দপ্তর। মঙ্গলবার নবান্নে অর্থ দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, সরকারের সব দপ্তরের প্রকল্পগুলির উপর কেন্দ্রীয়ভাবে নজরদারি করা অর্থ দপ্তরের পক্ষে সম্ভব হত না। সব দপ্তরের প্রকল্পগুলিকে এক ছাতার তলায় নিয়ে আসার ব্যাপারে জোর দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নবান্নে তাঁর সর্বশেষ প্রশাসনিক বৈঠকেও বিষয়টির উপর আলোকপাত করেন তিনি। এরপর অর্থ দপ্তরের পক্ষ থেকে বাকিটুকু বলা হয় বিভিন্ন দপ্তরের সচিব, বিশেষ ও যুগ্মসচিব এবং শীর্ষ আধিকারিকদের। তারপরই এই নিয়ে তৎপরতা শুরু হয়েছে অর্থ দপ্তরে। আগেই মুখ্যমন্ত্রী তাঁর সরকারের বিভিন্ন দপ্তরকে চলতি আর্থিক বছরের নয়া প্রকল্পগুলির উপর আগাম রিপোর্ট তৈরির নির্দেশ দিয়েছিলেন। অর্থ দপ্তরও সেইভাবে আগাম তৈরি হতে বিভিন্ন দপ্তরকে বার্তা পাঠায়।

অর্থ দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, সরকারের প্রস্তাবিত ওই নতুন 'কমন সফটওয়্যার'-এ বিস্তারিতভাবে দপ্তরগুলির আগামী প্রকল্পগুলি 'আপলোড' করা হবে। কোন প্রকল্প কীভাবে রূপায়ণ হবে, টেন্ডার প্রক্রিয়াই বা কী হবে সবকিছুই থাকবে সেখানে। এতে একদিকে অর্থ দপ্তরের পক্ষে প্রকল্পগুলির উপর কেন্দ্রীয়ভাবে নজরদারি যেমন সম্ভব হবে, তেমনই সাধারণ মানুষও চাইলেই সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের উন্নয়নমূলক প্রকল্পের বিষয়ে জানতে পারবেন। এতদিন সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পে দপ্তরগুলির পদক্ষেপ কী হচ্ছে তা জানার সুযোগ কম থাকত। কমন সফটওয়্যারের মাধ্যমে সেই অসুবিধা দূর হবে। অর্থকরী দিকটিও স্পষ্ট হবে। প্রকল্প ব্যয় কত হবে, টেন্ডার প্রক্রিয়া কবে চালু হবে, তার মেয়াদই বা কতদিন থাকবে তা জানার সুযোগ থাকবে। এই প্রক্রিয়া চালু করতে দপ্তরগুলির কী করণীয় তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার জন্যই আগামী সোমবার নবান্নে ওই বৈঠক। মুখ্যমন্ত্রী আগাম নির্দেশ দিয়েই রেখেছেন পঞ্চায়েত ভোট প্রক্রিয়া শেষ হওয়া মাত্রই যেন রাজ্যে থেমে থাকা উন্নয়নমূলক নয়া প্রকল্পগুলির কাজ শুরু করা হয়। পঞ্চায়েত ভোটের জন্য একমাস যাবৎ উন্নয়নমূলক কাজ বন্ধ হয়ে রয়েছে।

ব্লাড ব্যাংকে রক্ত সংকট, উদ্‌বিগ্ন কালনা মহকুমা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ

বর্ধমান, ১৫ মে ঃ পূর্ব বর্ধমানের অন্য হাসপাতালগুলিকে রক্তের জোগান দিয়ে আসা কালনা মহকুমা হাসপাতাল এখন নিজেই রক্ত সংকটের সম্মুখীন। এই ঘটনায় উদ্‌বেগ বেড়েছে কালনা মহকুমা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের। বর্তমানে এই হাসপাতালে রয়েছে মাত্র ৫০ প্যাকেট রক্ত। যেখানে রোগীদের প্রয়োজনে প্রতিদিন ২০-২৫ প্যাকেট রক্তের জোগান দিতে হয়, সেখানে এই অবস্থায় চরম সংকট তৈরি হয়েছে। দ্রুত রক্তের ঘাটতি পূরণের চেষ্টা চালাচ্ছে কালনা মহকুমা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। হাসপাতালের তরফে নানা মহলে রক্তদান শিবির আয়োজনের আবেদন জানানো হয়েছে। রক্ত ঘাটতির কারণ প্রসঙ্গে কালনা মহকুমা হাসপাতাল ব্লাড ব্যাংক কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, গরমে রক্তদান শিবিরের আয়োজন কম হয়ে থাকে। তার উপর পঞ্চায়েত ভোট থাকায় বিগত কয়েকমাস রাজনৈতিক দলগুলির পক্ষ থেকেও সেভাবে রক্তদান শিবিরের আয়োজন হয়নি। ক্লাব ও অন্য প্রতিষ্ঠানগুলি গরমে রক্তদান শিবিরের আয়োজন নিয়ে সেভাবে উৎসাহ দেখায়নি। এইসব নানা কারণে কালনা মহকুমা হাসপাতালের ব্লাড ব্যাংকে রক্তের ঘাটতি দেখা দিয়েছে। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, কালনা হাসপাতালে রোগীর চাপ দিনদিন বাড়ছে। পার্শ্ববর্তী দু-তিনটি জেলার রোগীরাও এই হাসপাতালে চিকিৎসা করাতে আসেন। শীতকালের তুলনায় গরমকালে হাসপাতালে রোগীর সংখ্যাটা অনেক বেশি থাকে। ফলে, এই সময় ব্লাড ব্যাংকে রক্তের ঘাটতি দেখা দিলে রোগীরা সমস্যায় পড়বেন।

গরমে রক্তদান শিবিরের আয়োজন কম হয়ে থাকে। তার উপর পঞ্চায়েত ভোট থাকায় বিগত কয়েকমাস রাজনৈতিক দলগুলির পক্ষ থেকেও সেভাবে রক্তদান শিবিরের আয়োজন হয়নি। ক্লাব ও অন্য প্রতিষ্ঠানগুলি গরমে রক্তদান শিবিরের আয়োজন নিয়ে সেভাবে উৎসাহ দেখায়নি। ফলে হাসপাতালের ব্লাড ব্যাংকে রক্তের ঘাটতি দেখা দিয়েছে।

কালনা মহকুমা হাসপাতালের সুপার ডাঃ কৃষ্ণচন্দ্র বড়াই জানিয়েছেন, গরমের কারণে রক্তদান শিবির না হওয়ায় ব্লাড ব্যাংকে রক্ত সংকট তৈরি হয়েছে। অন্য বছর এমন সময়ে ৪০০-৫০০ প্যাকেট রক্ত মজুত থাকত হাসপাতাল ব্লাড ব্যাংকে। সে কারণে অন্য হাসপাতালকেও প্রয়োজনে আমরা রক্তের জোগান দিতে পারতাম। এবছর গরমে কালনা মহকুমা হাসপাতালে রক্তের ঘাটতি তৈরি হয়েছে। রোগীদের চিকিৎসায় প্রতিদিন গড়ে ২০-২৫ প্যাকেট রক্ত লাগে। রোগী স্বার্থে ডাঃ কৃষ্ণচন্দ্র বড়াই রাজনৈতিক দল, ক্লাব ও প্রতিষ্ঠান সকলের কাছেই রক্তদান শিবির আয়োজন করার আবেদন রেখেছেন, যাতে দ্রুত সমস্যা মেটানো যায়।

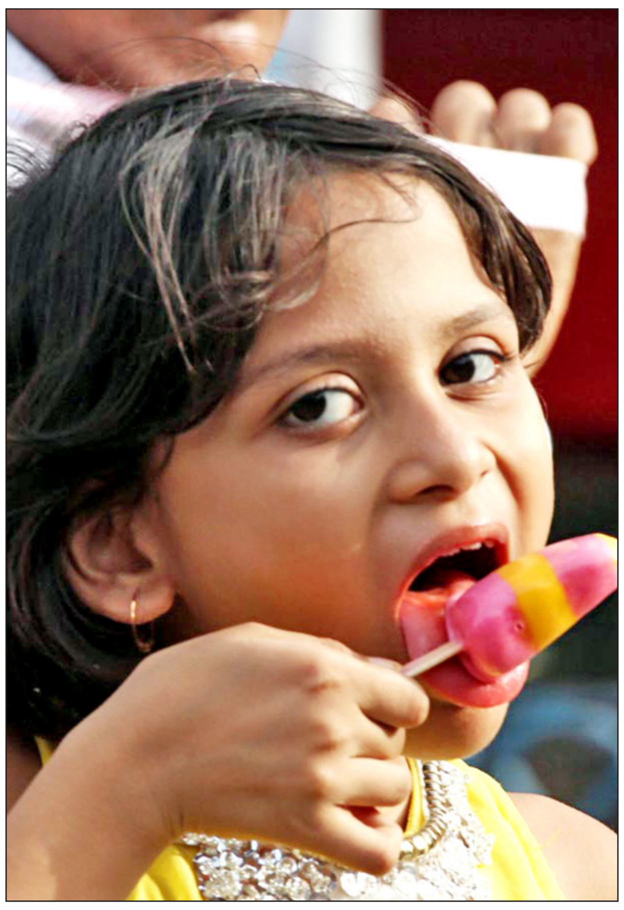

গরম থেকে বাঁচতে আইসক্রিমেই মজেছে খুদে। ছবি ঃ রাজীব মণ্ডল

অগ্নিদগ্ধ দম্পতির মৃত্যু, আন্দোলনে নামছে সিপিএম

কলকাতা, ১৫ মে (সংবাদ) ঃ দক্ষিণ ২৪ পরগনার কাকদ্বীপের বুদাখালিতে রবিবার রাতে এক সিপিএম দম্পতিকে পুড়িয়ে মারার ঘটনার প্রতিবাদে আগামী ১৭ মে থেকে সিপিএমের নেতা-কর্মীরা সেখানে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তুলবেন। ওই নারকীয় ঘটনায় মারা যান সিপিএম কর্মী দেবপ্রসাদ দাস (৫০) ও তাঁর স্ত্রী উষারানি দাস (৪১)। অভিযোগ, বেশ কিছুদিন যাবৎ স্থানীয় তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীরা তাঁদের উপর চাপ সৃষ্টি করছিলেন তৃণমূলে যোগ দেওয়ার জন্য। কিন্তু ওই দম্পতি রাজি না হওয়ায় রবিবার রাতে বাড়িতে আগুন ধরিয়ে তাঁদের পুড়িয়ে মারা হয়। তৃণমূল কংগ্রেসের স্থানীয় বিধায়ক রাজ্যের মন্ত্রী মন্টুরাম পাখিরা দাবি করেন, তাঁদের দলের লোকেরা ওই দম্পতিকে পুড়িয়ে মারেনি। শর্টসার্কিটের দরুন তাঁদের বাড়িতে আগুন লেগেই তাঁদের মৃত্যু হয়েছে। মৃত দম্পতির ছেলে জানান, আগুন যেসময় লেগেছিল, তার কিছু আগেই ঝড়ে বিদ্যুতের তার ছিঁড়ে যাওয়ায় সমগ্র এলাকা অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, মৃতদেহ দুটি বের করার পর তাদের হাত ও পায়ে দড়ি দিয়ে বাঁধার চিহ্ন ছিল।

বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত ৩

কলকাতা, ১৫ মে (সংবাদ) ঃ দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিষ্ণুপুর থানার অন্তর্গত মামুদপুরে সোমবার রাতে পুকুরে মাছ ধরতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে প্রাণ হারিয়েছেন তিনজন। মঙ্গলবার সকালে পুকুরের জল থেকে ওই তিনজনের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়। জানা গিয়েছে, মামুদপুরের বাসিন্দা দীপ নামে এক মৎস্যজীবী বিভিন্ন পুকুর লিজে নিয়ে সেখানে মাছ চাষ করতেন। সোমবার রাতে তিনি বাইরে থেকে দুজন কর্মীকে নিয়ে আসেন। রাতেই পুকুর থেকে মাছ ধরার জন্য তিনি জেনারেটর নিয়ে এসে হ্যালোজেন লাইট লাগিয়েছিলেন পুকুরের পাড়ে। সেই লাইটের তার ছিঁড়ে পুকুরে পড়াতেই দীপ সহ তিনজন বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মারা যান। এদিন সকালে তাঁদের কাউকে দেখতে না পেয়ে স্থানীয় মানুষ খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। ইতিমধ্যে তেল ফুরিয়ে গেলে জেনারেটরটিও বন্ধ হয়ে যায়। জলে নেমে তল্লাশি চালিয়ে ওই তিনজনের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়। দীপের পরিচয় জানা গেলেও বাকি দুজনের পরিচয় জানা যায়নি।

হাইকোর্টের নির্দেশ

মিলল মামলার অনুমতি, দ্রুত শুনানি সম্ভব নয়

কলকাতা, ১৫ মে (সংবাদ) ঃ গত বৃহস্পতিবার রাজ্য নির্বাচন কমিশনকে কলকাতা হাইকোর্ট নির্দেশ দিয়েছিল পঞ্চায়েত ভোট যেন অবাধ ও শান্তিপূর্ণ হয়। কিন্তু সিপিএম, পিডিএস মঙ্গলবার প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চে অভিযোগ করে, সোমবার ভোট চলাকালীন রাজ্যজুড়ে প্রাণহানি, রক্তপাত, সন্ত্রাস যে হারে হয়েছে, তাতে নির্বাচন কমিশনার এবং ডিজি, এডিজির বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার মামলা হওয়া উচিত। কারণ, হাইকোর্টের নির্দেশ লঙ্ঘন করেছে কমিশন এবং পুলিশ। সিপিএম এবং পিডিএসের আইনজীবী শামিম আহমেদ ও সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায় এদিন প্রধান বিচারপতি জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য এবং বিচারপতি অরিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডিভিশন বেঞ্চের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, রাজ্যজুড়ে ভোটের বলি ২৩ জন। তাহলে শান্তিপূর্ণ ভোট হল কোথায়? হাইকোর্টের নির্দেশ সত্ত্বেও কমিশন এবং পুলিশ তা মানেনি। কোর্ট রাজ্য নির্বাচন কমিশন এবং ডিজি, এডিজির বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার মামলা করুক। দ্রুত মামলার শুনানি করুক আদালত। কিন্তু ডিভিশন বেঞ্চ জানিয়ে দেয়, মামলাকারীরা চাইলে পৃথক মামলা করতে পারেন। তবে দ্রুত শুনানির আর্জি খারিজ করে কোর্ট জানিয়ে দেয়, গ্রীষ্মের ছুটির পর মামলার শুনানি হতে পারে।

নবান্নে পর্যালোচনা বৈঠক ২২ মে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৫ মে ঃ প্রশাসনিক ক্যালেন্ডার অনুযায়ী কাজ কতটা হয়েছে তা খতিয়ে দেখতে আগামী ২২ মে পর্যালোচনা বৈঠক হবে নবান্নে। অর্থ দপ্তর এই বৈঠক ডেকেছে। সেখানে কৃষি, কৃষি বিপণন, প্রাণীসম্পদ উন্নয়ন, মৎস্য, খাদ্য, বন, উপভোক্তা, মহিলা ও শিশু কল্যাণ, স্বাস্থ্য পরিবার পরিকল্পনা, শিক্ষা ইত্যাদি দপ্তরের আধিকারিকরা উপস্থিত থাকবেন। গত ৮ মে নবান্নে প্রশাসনিক বৈঠক করে প্রশাসনিক ক্যালেন্ডার অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়ে কাজ করার জন্য সব দপ্তরকে নির্দেশ দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আগামী বছর গুরুত্বপূর্ণ লোকসভা নির্বাচনের কথা মাথায় রেখে সব দপ্তরের কাজকে স্বচ্ছ, গতিশীল করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। বৈঠকের ৬ দিন পরই অর্থ দপ্তর এই সব দপ্তরকে বৈঠকের কথা জানিয়েছে। চলতি আর্থিক বছরে কেন্দ্রীয় প্রকল্পের কাজের অগ্রগতি ও রাজ্যের দেওয়া অর্থ কতটা খরচ হয়েছে ইত্যাদি খতিয়ান ২২ মে-র বৈঠকে পেশ করতে হবে।

এসআই-এর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

কলকাতা, ১৫ মে (সংবাদ) ঃ উত্তর ২৪ পরগনার জগদ্দল থানার পুলিশ কোয়ার্টার থেকে সাব-ইনস্পেকটর অরিন্দম কুণ্ডুর ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার করা হলে থানায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। পুলিশ সূত্রে পাওয়া খবরে জানা যায়, সোমবার নির্বাচনের ডিউটি সেরে থানায় ফেরার পর ওই অফিসার তাঁর কোয়ার্টারে চলে যান। এরপর ওই কোয়ার্টার থেকেই সোমবার রাতে তাঁর মৃতদেহটি উদ্ধার হয়। অরিন্দমবাবুর পরিবারের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়, এক পুলিশকর্তার অমানবিক আচরণের দরুন বেশ কিছুদিন যাবৎ মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন, তার জেরেই তিনি আত্মহননের পথ বেছে নিতে বাধ্য হয়েছেন। তাঁরা অরিন্দমবাবুর মৃত্যুর কারণ জানতে উপযুক্ত তদন্তের দাবি করেছেন।

জন্মদিনের আগে বাবার মৃত্যু, কেক কাটা হল না অপরাজিতার

ঝাড়গ্রাম, ১৫ মে ঃ জন্মদিনে এবারে কেক আনবে বলেছিল বাবা। কথা দিয়েছিল অনেক মজা করবে। ১৬ মে বুধবার অপরাজিতা মান্নার জন্মদিন। কিন্তু সোমবারের পর থেকেই ছবিটা বদলাতে শুরু করে।

১৪ মে সোমবার ছিল পঞ্চায়েত নির্বাচন। নির্বাচনের দিন জেলজুড়ে সন্ত্রাস চালিয়েছে দুষ্কৃতীরা। আর সেই সন্ত্রাসের বলি হয়েছেন পূর্ব মেদিনীপুর জেলার নন্দীগ্রাম ২ নম্বর ব্লকের গোপালপুরের অপু মান্না। অপুরই মেয়ে অপরাজিতা। পেশায় নির্মাণকর্মী অপু ভিনরাজ্যে থাকেন। গ্রামে ভোট, তাই ছুটি নিয়ে সপ্তাহখানেক আগে বাড়ি এসেছিলেন তিনি । বাড়ি আসার পর বড়ো মেয়ে অপরাজিতা বাবার কাছে আবদার করেছিল এবারের জন্মদিনে কেক কাটবে সে। নুন আনতে পানতা ফুরানোর সংসারে এই আবদার মেটানোর আশ্বাসও দিয়েছিলেন অপু। কিন্তু ভোটের হিংসা অপরাজিতার এই আশা আর পূরণ হতে দিল না।

সোমবার ভোটের দিন গোপালপুর পশ্চিমপল্লি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৩৩ নম্বর বুথে বন্ধুদের সঙ্গে ভোট দিতে গিয়েছিলেন অপু। ভোটের লাইনে দাঁড়ানো মাত্রই দুষ্কৃতীরা বুথে ঢুকে ব্যালট বাক্স লুট করে নিয়ে যাওয়ার সময় এলোপাতাড়ি গুলি ও বোমা ছুড়তে থাকে। বাধা দিতে গেলে গুলি চালায় দুষ্কৃতীরা। গুলিতে ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয় অপু ও যোগেশ্বর ঘোষ নামে আর এক ব্যক্তির। বন্ধ হয়ে যায় ভোট। এই বুথে মূলত লড়াই নির্দল প্রার্থী মানসকুমার ঘোষের সঙ্গে তৃণমূল প্রার্থী রণজিৎ মাইতির। এলাকায় অপুকে সিপিএম সমর্থক বলেই জানে সবাই। তবে স্থানীয়দের বক্তব্য, শান্ত স্বভাবের অপু কোনোদিন রাজনীতির সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন না। এদিকে বাবার মৃত্যুর খবর পেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ে ছোট্ট অপরাজিতা। তাকে ভরতি করা হয়েছে স্থানীয় হাসপাতালে। এই ঘটনার পরেও সোমবার রাতে এলাকায় চলে বোমাবাজি। সকলেরই দাবি, এলাকায় শান্তি ফিরুক। ময়নাতদন্তের পর মঙ্গলবার অপুর দেহ ফেরে বাড়িতে। জন্মদিনের কেক নয়, বাবার দেহ আসবে বাড়িতে, তা মেনে নিতে পারেনি ছোট্ট অপরাজিতা।

বাঁকুড়ায় ভোট পরবর্তী সন্ত্রাস, জখম ৫

বাঁকুড়া, ১৫ মে ঃ পঞ্চায়েত ভোট শেষ হতেই বাঁকুড়ার জঙ্গলমহলের বিভিন্ন প্রান্তে শুরু হয়েছে ভোট পরবর্তী হিংসা। সোমবার রাতে এলাকার বিভিন্ন জায়গা থেকে অশান্তির খবর পাওয়া গিয়েছে। তবে মঙ্গলবার সকালে হিংসার ছবিটা ছিল অনেকটাই আলাদা। জানা গিয়েছে, এদিন তৃণমূল ও নির্দল সমর্থকরা ধারালো অস্ত্রশস্ত্র ,লাঠিসোঁটা নিয়ে একে অপরের ওপর হামলা চালান। ঘটনায় দু-পক্ষের সংঘর্ষে পাঁচজন জখম হয়েছেন। ঘটনাটি ঘটেছে রাইপুর ব্লকের বারিকুল থানার শ্যামসুন্দরপুর গ্রামে। তৃণমূলের রাইপুর ব্লক সভাপতি সুলেখা মাহাতোর দাবি, আহতদের মধ্যে তিনজন তৃণমূলের সমর্থক। তাঁরা হলেন বুদ্ধদেব মল্ল, ধর্মদাস নামাতা ও বিজয় মল্ল। তাঁদের রায়পুর গ্রামীণ হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসার পর বাঁকুড়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। সূত্রের খবর, নির্দল সমর্থকদের মধ্যে গুরুতর জখম হয়েছেন দুজন। এঁদের পরিচয় জানতে পারা যায়নি। গ্রামে প্রচণ্ড উত্তেজনা থাকায় পুলিশি টহল অব্যাহত রয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে। সংঘর্ষের অভিযোগ পেয়েছি। ঘটনার তদন্ত হচ্ছে।

অন্যদিকে, নানা ধরনের অনিয়মের কারণে বাঁকুড়ার জঙ্গলমহলের খাতড়া মহকুমার পাঁচটি বুথে ফের ভোটগ্রহণ করা হবে বুধবার। খাতড়া মহকুমা দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, যার মধ্যে আছে রাইপুর ব্লকের লাগদা, চাকা, চোরকোল বুথ, রানিবাঁধের লদদা ও খাতড়ার সুপুর বুথ। লাগদা এবং চাকা বুথে ভোটগ্রহণের সময় সোমবার ব্যাপক বোমাবাজি, গুলি ছোড়ার অভিযোগ উঠেছিল। তাছাড়া তির নিক্ষেপের ঘটনা ঘটেছিল। চোরকোল বুথে ব্যালট বাক্স ছিনতাইয়ের অভিযোগ উঠেছিল। লদদা বুথের সামনে তিনটি গাড়ি পুড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল। সুপুর বুথে দুটি রাজনৈতিক দলের সংঘর্ষে র‍্যাফ নামাতে হয়েছিল, ফলে ভোটগ্রহণ বন্ধ হয়ে যায়। বুধবার কড়া নিরাপত্তায় সকাল সাতটায় ভোটগ্রহণ শুরু হবে এবং বিকাল পাঁচটায় শেষ হবে বলে প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে।

বিস্ফোরণে ছয়জনের মৃত্যু

ফের পরিবেশ আদালতে লিগ্যাল এইড ফোরাম

রামপুরহাট, ১৫ মে ঃ অবৈধ পাথর খাদান বন্ধে আবার জাতীয় পরিবেশ আদালতের দ্বারস্থ হলেন অল ইন্ডিয়া লিগ্যাল এইড ফোরামের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক জয়দীপ মুখোপাধ্যায়। সম্প্রতি বীরভূম সীমান্তে ঝাড়খণ্ডের লিপিপাড়ায় পাথর খাদানে বিস্ফোরণের ঘটনায় ছয়জনের মৃত্যুতে ওই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন জয়দীপবাবু। মঙ্গলবার তারাপীঠে পুজো দিয়ে একথা জানান তিনি।

বছর তিনেক আগে পশ্চিমবঙ্গ এবং ঝাড়খণ্ড এলাকায় অবৈধ খাদান এবং ক্র্যাশার বন্ধের দাবিতে জাতীয় পরিবেশ আদালতের পূর্বাঞ্চলীয় শাখায় মামলা করেন সুপ্রিমকোর্টের আইনজীবী তথা লিগ্যাল এইড ফোরামের আইনজীবী জয়দীপ মুখোপাধ্যায়। সেই মামলার প্রেক্ষিতে পরিবেশ আদালত অবৈধ খাদান এবং ক্র্যাশার বন্ধের নির্দেশ দেয়। এদিন তারাপীঠে পুজো দিতে এসে জয়দীপবাবু বলেন, 'আমি ২০১৬ সালে বেআইনি ভাবে চলা খাদান ও ক্র্যাশার বন্ধের মামলা করেছিলাম। আমি চেয়েছিলাম বৈধ কাগজপত্র নিয়ে শ্রমিকদের সুরক্ষার বিষয়টি খতিয়ে দেখে চালু করা হোক। পরিবেশ আদালতের বিচারকও দুই রাজ্যের প্রশাসনকে নির্দেশ দেন। কিন্তু এখনও পর্যন্ত সেই সমস্ত খাদান ও ক্র্যাশার অবৈধভাবেই চলছে। নিয়মনীতি না মেনে খাদানে বিস্ফোরক ফাটানো হচ্ছে। তার ফলে দুর্ঘটনায় প্রাণ হারাচ্ছেন বহু মানুষ। তাই বিষয়টি নিয়ে ফের পরিবেশ আদালতের দ্বারস্থ হলাম। ওই সমস্ত অবৈধ খাদানের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার আবেদন জানানো হয়েছে।'

বোমা বাঁধতে গিয়ে বিস্ফোরণে মৃত ২

ঝাড়গ্রাম, ১৫ মে ঃ ভোট পরবর্তী সন্ত্রাস জারি রাখতে তৈরি করা হচ্ছিল বোমা। সেই বোমা বাঁধতে গিয়ে বিস্ফোরণে মৃত্যু হল দুজনের। সোমবার মধ্যরাতে ঘটনাটি ঘটেছে পূর্ব মেদিনীপুরের ভূপতিনগর থানার অর্জুননগর গ্রামে। মৃতদের নাম বকুল বারিক ও ঝন্টা মেইকাপ। ঘটনাস্থলেই দুজনের মৃত্যু হয়েছে। বিজেপির অভিযোগ, মৃতরা এলাকায় তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতী হিসেবে পরিচিত। ভোট শেষে গ্রাম দখল রাখতেই তৎপরতা শুরু করেছিল তৃণমূল। স্থানীয়দের অভিযোগ, গ্রাম দখলের জন্য বোমা বাঁধা হচ্ছিল। ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন আরও কয়েকজন তৃণমূলকর্মী। বিরোধীদের অভিযোগ, বোমাবাজি করে শাসকদল তথা তৃণমূল যে ভোট পরবর্তী সন্ত্রাসের চেষ্টা করছে এই ঘটনা তারই প্রমাণ। ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার হয়েছে প্রচুর বোমা ও বারুদ। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (গ্রামীণ) ইন্দ্রজিৎ বসু বলেন, মৃতদের পরিবারের তরফে থানায় কোনো লিখিত অভিযোগ হয়নি। মৃতদের কোনো রাজনৈতিক পরিচয় মেলেনি। দেহ দুটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে। তবে ঘটনার তদন্ত চলছে। তৃণমূলের তরফে অবশ্য কোনো প্রতিক্রিয়া মেলেনি।

বাঁকুড়ায় স্ট্রংরুমের সামনে কড়া পাহারা। ছবি ঃ রূপেশ খান

পুরুলিয়ার ৫টি ভোটকেন্দ্রে পুনর্নির্বাচন

পুরুলিয়া ১৫ মে ঃ পুরুলিয়া জেলায় মোট পাঁচটি ভোটকেন্দ্রে হবে পুনর্নির্বাচন। জেলাশাসক অলকেশপ্রসাদ রায় এই তথ্য দিয়ে বলেন, 'নানা কারণে ভোটগ্রহণ ব্যাহত হয়েছিল এই কেন্দ্রগুলিতে। তাই ফের নেওয়া হবে ভোট। এই কেন্দ্রগুলি হল বাঘমুণ্ডি ৮৭ নং ভোটকেন্দ্র। পাড়ার ৭১ নং, ১০৩ এবং ১০৩-এ। রঘুনাথপুর-২ ব্লকের ৭৬ নং ভোটকেন্দ্র। এছাড়াও নিতুড়িয়ার ৬৬ এবং ৬৬-এ ভোটকেন্দ্র।' এই কেন্দ্রগুলির মধ্যে বাঘমুণ্ডিতে ব্যালট বাক্স ছিনতাইয়ের অভিযোগ ওঠে দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। নিতুড়িয়া ও রঘুনাথপুরে ভোটকে কেন্দ্র করে চূড়ান্ত ঝামেলা হয়। আর পাড়াতে ভুল ব্যালটে বেশ কিছু ভোট পড়ে। জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে এবার সার্বিক ভাবে জেলায় পঞ্চায়েত ভোট পড়েছে ৮৫.০৩ শতাংশ।

ট্রেকার উলটে আহত ১০

এগরা, ১৫ মে ঃ যাত্রীবাহী ট্রেকার উলটে আহত হল ১০জন যাত্রী। মঙ্গলবার দুপুর দু'টো নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে পূর্ব মেদিনীপুরের পটাশপুর থানার গোবর্ধনপুরে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এগরা-ইটাবেড়িয়া রুটের একটি ট্রেকার যাত্রী নিয়ে খড়াইমোড় থেকে প্রতাপদিঘি যাওয়ার পথে গোবর্ধনপুরে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার ধারে নয়ানজুলিতে উলটে যায়। ঘটনায় দশজন যাত্রী গুরুতর আহত হয়।স্থানীয়রা আহতদের উদ্ধার করে এগরা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভরতি করে। তবে ওই ট্রেকারের চালক ও খালাসি পলাতক। খবর পেয়ে পুলিশ গাড়িটি আটক করেছে। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, বেপরোয়া গতির জেরে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পটাশপুর থানার পুলিশ।